২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
বরাবর
মাননীয় উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

বিষয়: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, রাজশাহী সার্কেলের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হারুন অর রশিদের অফিসে অনুপস্থিতি, আওয়ামী লীগ প্রীতি, গভীর রাত পর্যন্ত সরকারি কোয়ার্টারে দাফতরিক কর্মকাণ্ড, গোপন রেট জানানোর মাধ্যমে আ.লীগ নেতা কাম ঠিকাদারকে সাড়ে ১১ কোটি টাকার কাজ প্রদান, বিল আটকিয়ে জোরপূর্বক অনৈতিক সুবিধা আদায়, কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারা, চরম স্বেচ্ছাচারিতা এবং সাইট ভিজিটের নামে ঠিকাদারদের কাছে থেকে গাড়ির জ্বালানির টাকা আদায়ের অভিযোগ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন।

মাননীয় মহোদয়,

যথাযথ সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মো. ফরহাদ, পিতা- মৃত শরীফ, মহল্লা- রাজপাড়া, ডাকঘর- রাজশাহী কোর্ট, থানা- রাজপাড়া, জেলা- রাজশাহীর স্থায়ী বাসিন্দা। আমি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, রাজশাহীর একজন নিয়মিত ঠিকাদার। এ কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হারুন অর রশিদ একজন আওয়ামী লীগপন্থী ব্যক্তি। চরম স্বেচ্ছাচারিতা, ঠিকাদারদের অপদস্থ ও হয়রাানি এবং ব্যাপক অনিয়মের ও দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি জনস্বাস্থ্য কার্যালয়কে জিম্মি করে রেখেছেন। এর ফলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর সম্পর্কে জনমনে বিরুপ ধারণা তৈরি এবং মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আপনার কাছে তার সকল অপকর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরা হলো-

জনাব হারুন অর রশিদ ২০২২ সালের আগস্টে রাজশাহীতে যোগদান করেন। তিনি বৃহস্পতিবার অফিস না করেই দুপুরে দেশের বাড়ি পাবনার উদ্দেশে রওনা দেন। ফেরেন সোমবার। চাকরিবিধি অনুযায়ী অফিসের সময়সূচি সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। কিন্তু তিনি সেটি না করে দুপুর তিনটার পরে অফিসে উপস্থিত হন। এরপর রাত নয়টা পর্যন্ত থাকেন। সাথে নিয়ে আসেন একটি কুকুর। কুকুরের ভয়ে তটস্থ থাকেন কর্মকর্তা, কর্মচারী, ঠিকাদার এবং সেবাগ্রহিতারা। তবে তিনি দাফতরিক ফাইলপত্র অফিসে দেখেন না।

রাত ১২টার পর তার সরকারি কোয়ার্টারের শয়ন কক্ষে পিকনিক মুডে শুরু হয় দাফতরিক কার্যক্রম। এসময় উনাকে সহযোগিতা করার জন্য থাকেন হিসাবরক্ষক শফিকুল ইসলাম এবং কম্পিউটার অপারেটর সিরাজুল ইসলাম। মাঝে মধ্যে এস্টিমেটর উম্মে সালমা উপস্থিত থাকেন। গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী সরকারি চাকরি বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে তার অধঃস্তনদের থাকতে বাধ্য করেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হওয়ার কারণে অধঃস্তনরা এর প্রতিবাদ করার সাহস পান না। সকাল নয়টা থেকে তাদের রাত দুইটা পর্যন্ত তার অফিস এবং তার পার্শ্ববর্তী কোর্যার্টারে আটকে রাখেন। একারণে চরম হয়রানি এবং ভোগান্তির শিকার হন অধঃস্তনরা। এছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী তার কর্মস্থল রাজশাহীতে অনেক সময় না থাকার কারণে পাবনায় গিয়ে কর্মচারিরা জরুরি নথিপত্রে সাক্ষর করিয়ে আনতে বাধ্য হন। বিষয়টি সঠিকভাবে তদন্ত করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে।

নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হারুন অর রশিদ চরম আওয়ামী ভাবাপন্ন কর্মকর্তা। তিনি দীর্ঘ সময় আওয়ামী লীগের নাম ভাঙিয়ে নিজের আখের গুছিয়েছেন। চলতি বছরের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে এক পোস্টে শ্রদ্ধা জানান নির্বাহী প্রকৌশলীর ফেসবুক বন্ধু রাকিবুজ্জামান সাদ নামের এক ব্যক্তি। নির্বাহী প্রকৌশলী তার ভেরিভাইড ফেসবুক আইডি 'প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ' থেকে সাদের পোস্টের মন্তব্যের ঘরে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' লেখেন।

সাদের ফেসবুক আইডি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তিনিও আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থক এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকটাত্মীয়। এছাড়া রাজশাহী মহানগরীর ভাটাপাড়া এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা ইফতার হোসেনের ছেলে দুর্ধর্ষ ছাত্রলীগ ক্যাডার জনি ও ডলার এই প্রকৌশলীর নিকটতম ব্যক্তি। এছাড়া এরা দুই ভাই আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামসান লিটনের কথিত ছেলে হিসেবে পরিচিত। এই দুইজন নির্বাহী প্রকৌশলী হারুনের বিভিন্ন অপকর্মের ইন্ধন এবং পরামর্শদাতা। তারা এই প্রকৌশলীর ডানহাত হিসেবে কাজ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর অপকর্মের কেউ প্রতিবাদ করলে জনি এবং ডলারের ভয় দেখান।

নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হারুন অর রশিদ বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নিজের লোকজনকে কাজ দিয়ে অঢেল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে আওয়ামীপন্থী ঠিকাদারকে কাজ দিচ্ছেন। চলতি বছরের মার্চে গোপন রেট জানিয়ে দিয়ে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের নেতা কামাল হোসেনের প্রতিষ্ঠান মের্সার্স মনির ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেডকে ১০টি গ্রুপের ১০টি কাজই দিয়ে দেয়। প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকার কাজ প্রদান করে নির্বাহী প্রকৌশলী মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

কামালের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়ার মাধ্যমে সরকোরি নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, যেসকল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তাদের পূর্ববর্তী কাজ কার্যাদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারে নি, অর্থাৎ পূর্বের কাজ এখনও চলমান রয়েছে- ওই সকল ঠিকাদারকে নতুন করে কাজ দেয়া যাবে না। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলী সেই নির্দেশনা অমান্য করে একই ঠিকাদারকে আবারও কাজ দিয়েছেন। জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় ২০২২ সালের ১৮ কোটি টাকার মূল্যমানের প্ল্যানটেশন কাজ এখনও শেষ হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সখ্যতা থাকায় ২০২২ সালের কাজ নানা অজুহাতে ২০২৫ সালে শুরু করেন। এছাড়া জেলার নয়টি উপজেলায় কাজের মেয়াদ অনেক আগে শেষ হয়েছে। এখনও ৪০ শতাংশ কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলে বাড়ছে জনভোগান্তি।

মের্সার্স মনির ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেড পবা, পুঠিয়া ও দুর্গাপুর উপজেলায় চলমান কাজগুলোতে যে প্ল্যাস্টিকের পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোর মান ও থিকনেস (পূরত্ব) নিয়ে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে নানামুখি প্রশ্ন রয়েছে। কামালের জেকে পলিমার নামে নিজস্ব পাইপ ফ্যাক্টরি রয়েছে। জেকের পণ্য মানের দিক দিয়ে ভালো। অথচ সাড়ে ১১ কোটি টাকার কাজে কম দামের একটি কোম্পানির নিম্নমানের পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। সিডিউল লঙ্ঘনের মাধ্যমে নিম্নমানের পাইপ ব্যবহার করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। মের্সার্স মনির ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের মালিক কামাল নির্বাহী প্রকৌশলী হারুন অর রশিদের ব্যবসায়িক পার্টনার। কামালকে কাজ দিয়ে এবং তার সাথে অংশিদারিত্বে কাজ নিয়ে পাবনায় অঢেল বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছেন তিনি।

নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হারুন অর রশিদ দীর্ঘ সময় বিল আটকিয়ে ঠিকাদারদের হয়রানি করেন। এরপর তিনি ঠিকাদারদের চেক দেয়ার সময় বিলের এক শতাংশ উৎকোচ দিতে বাধ্য করান। একারণে তিনি ইতোমধ্যে মিস্টার ওয়ান পারসেন্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। এ অনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি বছরে কোটি টাকার ওপর হাতিয়ে নেন। ঠিকাদারদের সময়মত বিল আটকানো ছাড়াও তিনি জামানতের টাকা ফেরত দিতে নানা কৌশলের আশ্রয় নেন। এরপর টাকা ছাড়ের জন্য মোটা অঙ্কের অনৈতিক সুবিধা নেন। আর নির্বাহী প্রকৌশলীর নানা অপকর্মের মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া মোটা অঙ্কের অবৈধ টাকা এস্টিমেটর সালমার স্বামী মামুনের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। মামুন রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠ গুড়িপাড়া চালনা সাকো এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় হওয়ার কারণে মামুন তার অ্যাকাউন্টে অবৈধ টাকার লেনদেন করতে তোয়াক্কা করেন না। সুষ্ঠু তদন্ত করলেই থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে এবং বিষয়টির যথার্থতা পাওয়া যাবে।

এছাড়া জনস্বাস্থ্য দফতরের গাড়ি বেশির ভাগ সময় নষ্ট থাকে। এ অজুহাতে ঠিকাদারদের টাকায় বাইরের গাড়ি ভাড়া নিয়ে সাইট পরিদর্শনে যান নির্বাহী প্রকৌশলী। আর গাড়ি ঠিক থাকলেও ঠিকাদারদের কাছে নেন জ্বালানি খরচ।

মহোদয়,

আপনার কাছে আকুল আবেদন, উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সততা যাচাইয়ের জন্য নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর রাজশাহীর স্থবিরতা দ্রুত নিরসনের জন্য হারুন অর রশিদকে বদলির জন্য আপনার দৃঢ় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিনীত

মো. ফরহাদ
মহল্লা- রাজপাড়া
ডাকঘর- রাজশাহী কোর্ট
থানা- রাজপাড়া
জেলা- রাজশাহী।
মোবাইল নং- ০১৬৭৬৩১৩৬২৫

অনুলিপি

১) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
২) বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
৩) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, কাকরাইল, ঢাকা
৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, কাকরাইল, ঢাকা
৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।